আজকের কাগজ

তারিখ 13 FEB 1993
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

49

মেডিকেল কলেজে ভর্তি বিজ্ঞপ্তি প্রসঙ্গে

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক ৩০-১-৯৩ তারিখে পত্রিকায় এমবিবিএস কোর্সে ভর্তির জন্যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। এটা অত্যন্ত সত্যি কথা যে এতোদিনেও স্বাস্থ্য অধিদপ্তর মেডিক্যাল কলেজে ভর্তির কোন সঠিক নীতিমালা নির্ধারণ করতে পারেননি। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তি বিশেষের বা গোষ্ঠির সুবিধা অনুযায়ী নীতিমালা প্রবর্তিত হতে দেখা গেছে। এবারের বিজ্ঞপ্তিতেও কোন ব্যতিক্রম নেই। এবারে ৫০% জেলা কোটা নির্ধারণ করা হয়েছে এবং আবেদনপত্রের সাথে জেলার নিজ এলাকার সংসদ সদস্যের সার্টিফিকেট অবশ্যই সংযোজন করতে বলা হয়েছে। একজন সংসদ সদস্যের পক্ষে কে নিজ এলাকার লোক নয় তা বলা কি সম্ভব? তাছাড়া অনেক সংসদ সদস্যই অন্য এলাকা থেকে নির্বাচিত হয়েছেন।

বর্তমানে সংসদ অধিবেশন চলছে। সব সংসদ সদস্যই বর্তমানে ঢাকায়। অবশ্য অন্য সময়ও তারা কখনও নিজ এলাকায় থাকেন না। নিজ এলাকার সংসদ সদস্যের সার্টিফিকেট ছাত্র-ছাত্রীরা কিভাবে সংযোজন করবে? এটা কি তুঘলকি কান্ড, না দলীয়করণ কিংবা শুধুমাত্র কিছু মুখচেনা ছাত্রকে মেডিকেল কলেজে ঢোকানোর অপচেষ্টা? জেলা কোটা নির্ধারণ ও দুর্নীতির আশংকামুক্ত নয়। ধরা যাক কোনো জেলার ভাগে ২০টি সীট বরাদ্দ হলো এবং উক্ত জেলা থেকে ২০ জনই দরখাস্ত করলো। তাহলে তাদেরতো কোন পরীক্ষা না দিয়েই অনেক মেধাবী ছাত্রকে ডিংগিয়ে মেডিকেলে ভর্তি হয়ে যাবার সুযোগ ঘটে যাচ্ছে। জেলা কোঠা পদ্ধতি সম্পূর্ণভাবে বাদ দিয়ে মেধা ভিত্তিক নির্বাচন পদ্ধতি প্রচলিত থাকা উচিত। আরেকটি মজার ব্যাপার হলো এবার প্রত্যেক আবেদনকারীকে তার নিজের জেলার নিকটবর্তী মেডিকেল কলেজে আবেদনপত্র জমা এবং পরীক্ষা দিতে হবে। কোন ছাত্র-ছাত্রীর বাড়ি পঞ্চগড়, সাতক্ষীরা বা বাগেরহাট হতে পারে কিন্তু তার পিতা-মাতার চাকরি হল, ঢাকা, চট্টগ্রাম ইত্যাদি জায়গায় বসবাস এবং পড়াশুনা করছে। শুধুমাত্র আবেদনপত্র সংগ্রহ, পরীক্ষা দেয়ার জন্য তাদেরকে খুলনা বা দিনাজপুর যেতে বলা কতটুকু মানবিক বা যুক্তিসঙ্গত। তাছাড়া নাটোর এবং ফেনী জেলার ছাত্ররা কোথায় আবেদনপত্র জমা করবে? রাজশাহী না বগুড়া? চট্টগ্রাম না কুমিল্লা? যারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করেছেন তারা জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তি বলেই সমাজে পরিচিত কিন্তু তাদের কার্যাবলী তা মোটেই প্রমাণ করে না।

আশা করি কর্তৃপক্ষ জেলা কোটা বাতিল করবেন অথবা জেলা নাগরিকত্বের সহজ কোনো পন্থা নির্ধারণ করবেন এবং প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীকে নিজ সুবিধা মতো মেডিকেল কলেজে আবেদনপত্র জমা এবং পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ দেবেন।

সুমন রহমান
পশ্চিম সিলোনিয়া, ফেনী।